যুগান্তর

তারিখ 22 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ভর্তিতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদী সরকারি কলেজে একাদশ ভর্তি নিয়ে চলছে রমরমা বাণিজ্য। ভর্তিচ্ছুক নতুন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্দেশিকা ও ভর্তি ফরমের নামে আদায় করা হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। ভর্তি বাণিজ্য বন্ধে সরকারের কঠোর নির্দেশনা থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তা মানছে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ রীতিমতো রশিদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে এ টাকা সংগ্রহ করছেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বলছে, অধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়কের নির্দেশেই অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে। বিষয়টি স্বীকার করে অধ্যক্ষ বলছেন, মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে উল্লেখ না থাকায় এটা বিধিবহির্ভূত। কিন্তু বাংলাদেশের সব কলেজেই এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। জানা যায়, নরসিংদী সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ৩৫০। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৪১০টি, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ১১২০টি ও মানবিক বিভাগে ৮২০টি আসন রয়েছে। প্রতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রায় আড়াই লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ২ হাজার ৩১৭ টাকা, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ২ হাজার ২১৭ টাকা ও মানবিক বিভাগের ২ হাজার ২১৭ টাকা নির্ধারণ করেছে। তবে ভর্তি হতে গেলে আলাদাভাবে ক্যাশ কাউন্টারে ১০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যা বোর্ডের ভর্তি নির্দেশনা পরিপন্থী।

নরসিংদী সরকারি কলেজ

কলেজের নোটিশ বোর্ড ভর্তি উচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ক্যাশ কাউন্টারে ১০০ টাকা জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহের নির্দেশনা দেয়া হলেও এতে অধ্যক্ষের কোনো স্বাক্ষর নেই। ভর্তি হতে আসা মিতু আক্তার জানায়, ১০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তি ফরম নিয়ে পরে কলেজের নির্ধারিত ২০৭৭ টাকা শিওর ক্যাশের মাধ্যমে জমা দিয়েছে। নরসিংদী সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আতিকুর রহমান জানায়, আমরা গত বছর এই অতিরিক্ত ফি দেইনি। এবার কি কারণে অতিরিক্ত ১০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। অধ্যক্ষ স্যারের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করতে গেলে তিনি আমাদের কোনো কথা শুনতে রাজি হননি। এই ব্যাপারে জানতে চাইলে ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, ভর্তির ফরম ও কলেজের প্রসপেক্টাসের জন্য এই ১০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। আর বিষয়টি অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নরসিংদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলাম অভিযোগ স্বীকার করে সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নির্দেশিকা ও ফরম বাবদ এই টাকা আদায় করা হচ্ছে। দেশের সব কলেজেই এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। তবে এই অর্থ আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে উল্লেখ না থাকায় এটা বিধি বহির্ভূত। বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তিনি বিব্রত হবেন বলে সাংবাদিকদের সংবাদটি প্রকাশ না করার অনুরোধ করেন।